আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-১০

আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য

(তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বন অধিবাসী)
(বন অধিকারের মান্যতা) আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮

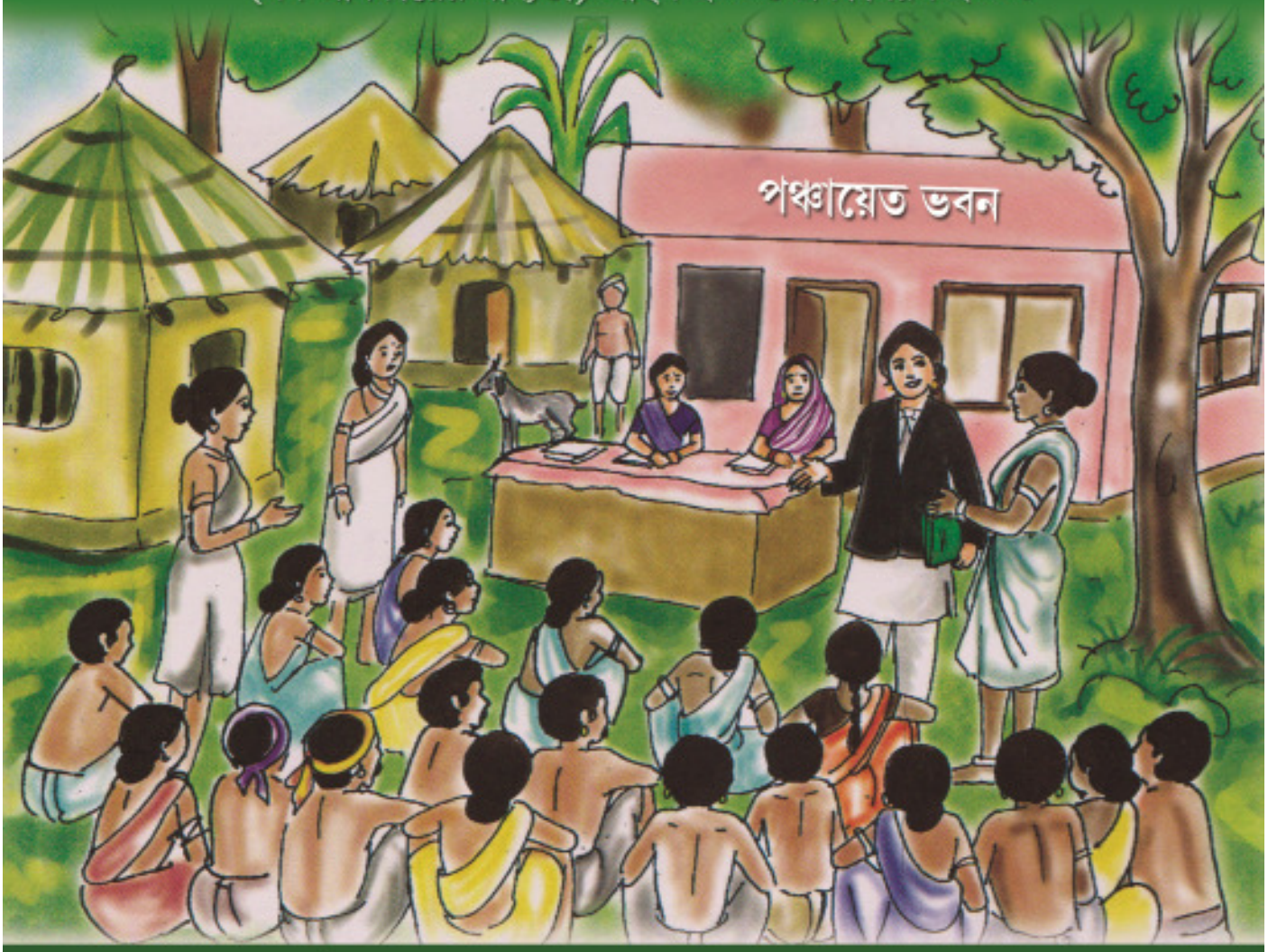

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য

(তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বন অধিবাসী)
(বন অধিকারের মান্যতা) আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮

আইনি সাক্ষরতা শৃংখলা-১০

সাক্ষর ভারত

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম
রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন প্রাধিকরণ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

সত্যমেব জয়তে

ন্যায় বিভাগ
বিধি এবং ন্যায় মন্ত্রণালয়
ভারত সরকার

AMADER JANGLE AMADER AYETIJYA : This book is based on legal awareness for the neoliterates on ST and other traditional forest dwellers, recognition of forest rights act 2006. This book is prepared by National Literacy Mission Authority and Department of Justice, Govt. of India, New Delhi. This book is translated and published by State Resource Centre Assam, 1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road, Ambari, Guwahati-781001 (Assam)

March 2016 (1000)

মূল পুথি : হমারে জংঘল-হমারী ধরোহর

পুথি প্রস্তুতি কর্মশালায় অংশগ্রহণ কারীসকল : শ্রীস্বপন চন্দ্র পাল, শ্রীমতী নন্দিতা দত্ত, শ্রীরণবীর সরকার ও শ্রীমতী মানসী সাহা

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০১৬ (১০০০)

প্রকাশক : রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম, মাণ্ডবী এপার্টমেণ্টছ, জি এন বি রোড, আমবারী, গুয়াহাটী-৭৮১ ০০১

সম্পাদনা : অনুরাধা বরুয়া, প্রসন্ন কুমার কলিতা

মুদ্রক : শরাইঘাট অফছেট প্রেছ
বামুণীমৈদাম, গুয়াহাটী-২১

কৃতজ্ঞতা

সাক্ষর ভারত কর্মসূচি ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হয়েছিল। দেশের ৪১০ টি জেলা, যেখানে মহিলা সাক্ষরতার হার খুবই কম সেই জেলাগুলোকে এই কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। সাক্ষর ভারত কর্মসূচির মূল কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রামীণ এলাকার মহিলারা, তপশিলি জাতি / উপজাতি এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জনগণ। এই কর্মসূচিতে প্রাথমিক সাক্ষরতার সঙ্গে সঙ্গে সমতুল্যতার কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষার সংযোজন করা হয়েছে।

সাক্ষরতার সুবিধা ভোগীদের দৈনিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আন্তঃব্যক্তিক প্রচার অভিযান কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। এই কর্মসূচিতে যে বিষয়গুলি আছে তাদের মধ্যে আইনি সাক্ষরতা একটি অন্যতম বিষয়।

আইনি বিষয়ের তথ্য সহজভাবে জনগণকে জানানোর জন্য আইনি সাক্ষরতা বিষয়ক উপকরণ শৃঙ্খলা তৈরী করা হয়েছে। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয় ভারত সরকার এবং রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র অসম দ্বারা আয়োজিত কর্মশালায় রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র ত্রিপুরা ও অসমের লেখক-লেখিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ তথা জাতীয় সাক্ষরতা মিশন ও বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সহায়তার মাধ্যমে এই উপাদানগুলি তৈরী হয়েছে।

আইনি সাক্ষরতার উপাদানগুলি তৈরীতে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং এক্সেস টু জাষ্টিস (নর্থ ইষ্ট এণ্ড জম্মু কাশ্মীর) দলের দ্বারা কৌশলগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উপাদানগুলির অনুমোদন দিয়েছে বিচার বিভাগ, আইন এবং বিচার মন্ত্রক, ভারত সরকার। জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষসকল সহায়ক সংস্থা / বিভাগগুলির প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এই উপাদানগুলির আইনি সাক্ষরতার বিষয়ে জনগণের মধ্যে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উপযোগী হবে।

জাতীয় সাক্ষরতা অভিযান কর্তৃপক্ষ
মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রনালয়
নতুন দিল্লি

আমাদের বক্তব্য

রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম এই পুস্তিকাসমগ্র বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছে। গুয়াহাটীতে অনুষ্ঠিত লেখা প্রস্তুতি কর্মশালায় এই পুস্তিকাসমগ্রের বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। অনুদিত পুস্তিকাটি অসম রাজ্যিক আইন সেবা প্রাধিকরণ দ্বারা অনুমোদিত। এই সুযোগে কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা প্রতিজন ব্যক্তিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। আশা করি পাঠক পুস্তিকাটি সাদরে গ্রহণ করবেন।

সমীরণ ব্রহ্ম
সঞ্চালক
রাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্র অসম

ASSAM STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
1ST FLOOR, GAUHATI HIGH COURT, OLD BLOCK
GUWAHATI - 781001, ASSAM
PHONE : 0361 - 2518367, FAX : 0361 - 2601843
অসম ৰাজ্যিক আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰী
গুৱাহাটী - ৭৮১০০১

No. ASLSA-38/2014/71 Dated: Guwahati the 03rd May'2016

To
The Director,
State Resource Centre - Assam,
1- CD, Mandovi Apartments,
GNB Road, Ambari, Guwahati-781001
(Assam)

Sub: VETTING OF IEC MATERIALS ON LEGAL LITERACY COMPONENTS.

Ref.: Your letter no. SRC/170/97/654-56 dated 21.03.2016.

Dear Sir,

In inviting a reference to the subject as cited above, undersigned has the honor to state that the vetting of the IEC materials on legal literacy components in Bengali Language heve been completed and are being returned herewith after minor modifications in sentence/word structuring and are shown in ink/pencil markings.

With best regards

Yours faithfully

(Mridul Kr. Saikia)
Member Secretary i/c
Assam State Legal Services Authority

Encl:
As stated above.

আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য

(তপশিলি উপজাতি এবং অন্য চিরাচরিত বন অধিবাসী)

(বন অধিকারের মান্যতা) আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮

কাঁকড়াছড়া গাঁয়ে আজ সকাল থেকেই লোকেদের আসা-যাওয়া শুরু হয়েছে। যাকে দেখছি - সবাই পঞ্চায়েতের দিকে যাচ্ছেন। শোনা যাচ্ছে, শহর থেকে মহিলা উকিল

সোমা রায় আসছেন। কাঁকড়াছড়া গাঁয়ের মহিলা প্রধান নয়নতারা দেব্বর্মা লোকদের বলছেন যে উকিল দিদিমণি আজ 'বনাধিকার আইন' সম্পর্কে বলবেন।

এই আইন বনে বসবাসকারী আদিবাসীদের সঠিক অধিকার রক্ষার জন্য তৈরী করা হয়েছে। পরম্পরাগতভাবে বনে বসবাসকারী এবং অন্যান্যদেরকেও এতে সামিল করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত প্রধান নয়নতারা দেবী তাঁর নিজের বক্তব্য শেষও করতে পারেননি, এমন সময় সোমা দিদিমণি এলেন। সবাই মিলে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। উকিল দিদিমণি তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেন-আপনারা তপশিলি উপজাতির লোক বা অন্য অন্যান্য অংশের লোক যারা দীর্ঘদিন ধরে বনে বসবাস করে আসছেন। আপনারা সবসময়ই বনকে নিজের মত আপন করে নিয়েছেন। বনকে রক্ষা করেছেন। বন জঙ্গল রক্ষায় আপনারাই বড় হাতিয়ার। আপনাদের বসবসের সঠিক অধিকার না থাকায় আপনাদের সাথে অনেক অন্যায় হয়েছে।

আপনাদের মধ্যে এমন অনেক উপজাতি আছেন যাদের উন্নয়নের জন্যে অন্য জায়গায় বাসস্থান তৈরী করতে হয়েছে। ভূমি সম্পর্কিত অসুরক্ষা অনেক দিন ধরে চলে আসছে। এটাকে শেষ করার জন্য বনাধিকার আইন-২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮ তৈরী করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত সব লোক উকিল দিদিমণির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

মংগলু বলে উঠে - উকিল দিদিমণি, এই নিয়মে আমাদের কি লাভ হবে?

সোমা দিদিমণি বলেন - আপনি খুব ভাল প্রশ্ন করেছেন। এই বনাধিকার আইনে তপশিলি উপজাতি এবং পরম্পরাগতভাবে যারা বনে বসবাস করে আসছেন তাঁরা আইনগতভাবে বনে বসবাসের অধিকার পেয়েছেন।

* ডিসেম্বর ২০০৫ সালের আগে থেকে যারা বনে বসবাস করে আসছেন তাঁরা বনভূমির অধিকার পত্র (পাট্টা) পাবেন।

* তিন পুরুষ অর্থাৎ ৭৫ বৎসর ধরে পরম্পরাগত ভাবে যারা বনে বাস করে আসছেন তাঁরাও বনে বসবাসের অধিকার (পাট্টা) পত্র পাবেন।

* বাসস্থান এবং সম্পূর্ণ বনভূমির মালিকানার অধিকারও পাবেন।

দয়ারাম জিজ্ঞাস করে - আচ্ছা শ্মশান ঘাটের জমিও কি এর মধ্যে আছে?

সোমা বলেন - হ্যাঁ বনে বসবাসকারীদেরও জমি এবং সব অধিকার রাজ্যের নিয়মানুসারে মিলবে।

* জলাশয়, পুকুর, মাছ এবং জলাশয়ে জন্মানো সব জিনিষের উপর পরম্পরাগত ভাবে বনে বসবাসকারী আদিবাসীরা অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

* পাশাপাশি আদিবাসীরা নানা বনজ দ্রব্য (গাছ ছাড়া) যেমন - বাঁশ, মধু, বুনো শাকসব্জি, ফল ও ফুল, রেশমগুটি, ভেষজ উদ্ভিদ, ছত্রাক ইত্যাদি যেমন সংগ্রহ

করে বিক্রি করতে পারবেন তেমনি চাষও করতে পারবেন।

* মাথায় রেখে, সাইকেলে, ঠেলাগাড়ীতে বনের সামগ্রী বাজারে নিয়ে যাওয়ার অধিকার রয়েছে।

* যৌথ বন সমিতির অনুমতি ছাড়া জলাশয়ের উপর কোন প্রকার লাইসেন্স কাউকে দেওয়া যাবে না।

চিকণমালা - বনভূমিকে আর কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে?

সোমা - স্কুল, হাসপাতাল, অঙ্গনবাড়ী, রেশনের দোকান, ছোট জলাশয়, বিদ্যুৎ, জল, সড়ক, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,

মিলনায়তন ভবনের জন্য বনভূমির ব্যবহারের অধিকার গ্রামসভার কাছে আছে। কিন্তু এটা যেন ২.৫ একর থেকে বেশী না হয়। আর এই কাজের জন্য ৭৫টির বেশী গাছ কাটা যাবে না।

ললিত - এতক্ষণ ধরে চুপচাপ সব কথা শুনে প্রশ্ন করল — বনভূমিতে যারা বসবাস করছে, তাতে কার অধিকার থাকবে?

সোমা - আদিবাসীদের বসবাসকারী জায়গার মালিকানা মিলবে। নিয়ম অনুসারে বনের বস্তি তথা গ্রামগুলিকে সঠিক ব্যবস্থাযুক্ত রাজস্বগ্রামে (Tax Village) পরিণত করা হবে।

আজকের বৈঠকে এমনসব আদিবাসীরা এসেছিলেন যাদের নিজেদের জমি থেকেই জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে হরকুও ছিল। সে সাহস করে জানতে চাইল— বন বিভাগ দ্বারা উচ্ছেদ করা আদিবাসীরা কি তাদের আগের বাড়ীতে গিয়ে থাকতে পারবে?

সোমা - হরকুর বেদনা বুঝল। তিনি বললেন - যদি কোন

আদিবাসীকে ১৩ ই ডিসেম্বর, ২০০৫ এর আগে বন বিভাগ দ্বারা সরানো হয়েছে আর তাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, তার থাকার জায়গা মেলেনি, তাহলে সে আবার আগের জমিতে গিয়ে বসবাস করতে পারবে।

যদি কোন রাজ্যের দ্বারা বিকাশ পরিযোজনার জন্য জঙ্গলের জমি নেওয়া হয়েছে, যেখানে ৫ বছরের ভিতরে পরিযোজনা শুরু হয়নি, সেই জন্য যেসব আদিবাসী বা জঙ্গলবাসীদের বিনা ক্ষতিপূরণে সরানো হয়েছে তারা সেই জমিতে অধিকার পাবেন। কোন বনে বসবাসকারী আদিবাসী বা অন্য পরম্পরাগত জঙ্গলবাসীদের ততক্ষণ বেদখল করা যাবে না, যতক্ষণ না তদন্ত শেষ হয় এবং স্বীকৃতি পাবে।

দয়ারাম - উকিল দিদিমণি আমাদের অধিকারের সাথে আমাদের কর্তব্য কি হবে?

সোমা - এখানে আপনাদের অধিকারের সাথেই কর্তব্যও ঠিক করা হয়েছে।

* বন তথা বনের জন্তু-জানোয়ার, গাছ ইত্যাদির রক্ষা করতে হবে।
* বনে অবস্থিত জলাশয়ের রক্ষা করতে হবে।
* গ্রাম সভায় এমন কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না যাতে বনের গাছ, বন্য পশু ও প্রাণীদের ক্ষতি হয়।

মংগলু - বন অধিকারের জন্য পঞ্চায়েত স্তরে আর কি কি হবে?

সোমা - পঞ্চায়েত স্তরে গ্রাম সভার প্রথম বৈঠকে বন অধিকার সমিতি গঠন করা হবে। এই বৈঠকে গ্রাম সভার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের উপস্থিত হওয়া জরুরী।

জানকী - বন অধিকার সমিতির সদস্য সংখ্যা কত হবে?

সোমা - এই সমিতিতে গ্রামসভা থেকে ১০-১৫ জন সদস্য হবে।

এতে কম করেও ৫ জন আদিবাসী এবং ৫ জন মহিলা সদস্য হওয়া জরুরী।

এই সমিতিতে একজন চেয়ারম্যান এবং একজন সেক্রেটারী থাকবেন। সেক্রেটারীর পদে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী এবং পঞ্চায়েত কর্মীদেরকে সামিল করার ব্যবস্থা আছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা অথবা অন্য কোন সরকারী কর্মচারী বনাধিকার সমিতিতে সামিল করা জরুরী নয়।

মংগলু - বনাধিকার পাওয়ার জন্য কি করতে হবে?

সোমা - বনে বসবাসকারীদেরকে বনের অধিকার পাওয়ার জন্য এই সমিতিতে দরখাস্ত জমা দিতে হবে।

জগরাম - গ্রামবাসী বনভূমির অধিকারের জন্য কিভাবে দরখাস্ত করবে?

সোমা - গ্রামসভা বন অধিকার সমিতিকে দাবি করার অধিকার দেয়। এরপর গ্রামবাসী নিজের দাবি নির্দিষ্ট ফর্মে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বন অধিকার সমিতিতে জমা করতে পারবেন। এই আবেদনের সাথে নিজের দখলে থাকা জমির প্রমাণ পত্র জমা দিতে হবে।

দাবি করা আবেদন পত্রের একটি নকল কপি বন অধিকার সমিতির কাছে থাকে। অপর নকল কপিতে প্রাপ্তিস্বীকার করিয়ে নিজের কাছে রাখতে হবে।

চম্পা - দখল করা জমির দাবিদারদের দাবির প্রস্তাব কিভাবে পাস করানো হয়?

সোমা - গ্রামসভা দখলের দাবি যাচাই করে বিকাশখণ্ড স্তরের সমিতিকে পাঠিয়ে দেবে। বিকাশখণ্ড সমিতি গ্রাম সভার সাথে মিলিত হয়ে সকল দাবির তালিকা তৈরী করে এবং শেষ বিচারের জন্য জেলা সমিতির কাছে পাঠাবে।

রবিচরণ - দাবির ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত কে নেবে?

সোমা - সকলরকম ব্যক্তিগত আর সমষ্টিগত দাবির উপর শেষ সিদ্ধান্ত জেলা স্তরের সমিতি করে। প্রত্যেক পরিবারকে ১০ একর পর্যন্ত ভূমির মধ্যে যতটুকু তার দখলে থাকবে ততটুকুই পাবে।

এই অধিকার স্বামী-স্ত্রী দুজনের নামেই হবে, অথবা দুজনের মধ্যে যে জীবিত থাকবে তার নামেই হবে। অধিকারের জমি কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না, অন্য কারো নামে

করা যাবে না। তবে নিজের সন্তানের নামে করা যাবে।

মংগলু - বনঅধিকার আইনে গ্রামসভার কাজ কি?

সোমা - গ্রামসভা বন অধিকারের প্রকৃতি আর সীমা নির্দিষ্ট করার জন্য দাবি গুলির শুনানি করবে।

রামচরণ - দাবিগুলি যথাযোগ্য কিনা তার জন্য কি প্রমাণ লাগবে?

সোমা - যে কোন দাবি দুটি প্রমাণের দ্বারা করা যাবে। জনগণনা, মানচিত্র, যে কোন সরকারী নিয়ম, সরকারী পরিচয়-পত্র, রেশনকার্ড, ন্যায়ালয়ের নির্ণয়ে ঐ সময়ে রাজাদের থেকে পাওয়া, পূর্বপূরুষদের ঠিকানা বর্শাও প্রমাণ মানবে। গ্রামসভা নিজের রেজিষ্টারে শাসনের নিয়ম অনুসারে সঠিক তথ্য রাখবে। গ্রামসভা বনঅধিকারের সম্বন্ধে দাবি গুলি শুনানোর সুযোগ দেবে। এরপরেই প্রস্তাব পেশ করবে বা তাকে বিকাশখণ্ড সমিতিতে পাঠাবে।

হরিচরণ - গ্রামসভার সিদ্ধান্তে যদি কেউ খুশি না হয় তাহলে কি করতে হবে?

সোমা - কোন বনবাসী গ্রামসভার সিদ্ধান্তে খুশি না হলে সে বিকাশখণ্ড সমিতিতে আবেদন দিতে পারবে। এই আবেদন গ্রামসভার নির্ণয়ের ৬০ দিনের মধ্যে করতে হবে। বিকাশখণ্ড সমিতির সিদ্ধান্তে খুশি না হলে ৬০ দিনের মধ্যে জেলা স্তরের সমিতিকে আবেদন করতে পারে। জেলা সমিতির সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত হবে এবং সবাইকে তা মানতে হবে। এইভাবে সোমা বনঅধিকার সম্বন্ধে সবাইকে জানান। সভা শেষ হওয়ার পর পঞ্চায়েত প্রধান সোমাকে ধন্যবাদ দেন। সকল বনবাসীরা তাঁকে আশীর্বাদ করলেন।

সোমা দিদিমণি আজকে কাঁকড়াছড়ার আদিবাসীদের মনে এক নতুন ভরসা জাগিয়ে তুললেন। আজকে সবাই খুবই খুশি। সবাই একে অপরের সাথে কথা বলছিল যে আমাদের জঙ্গলের উপর আমাদের অধিকার হবে। সবার চোখে খুশির ঝলক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

প্রকাশিত বইগুলি

১। চোখ খোলে গেল (ভারতীয় নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য)

২। নিবারণ দাদু তথ্য পেলেন (তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫)

৩। রমার পাঠশালা (শিক্ষার অধিকার অধিনিয়ম ২০০৯)

৪। গরিমার প্রশ্ন (যৌন হিংসার বিরুদ্ধে আইন ২০১৩)

৫। যৌতুক ঐতিহ্য নয় অভিশাপ (পণ বিরোধী আইন ১৯৬১)

৬। আশার আলো
(পারিবারিক সহিংসতার হাত থেকে মহিলাদের রক্ষার আইন ২০০৫)

৭। এখন আর কেউ থাকবে না অনাহারে (খাদ্য সুরক্ষা আইন ২০১৩)

৮। অত্যাচারের শেষে (উপজাতি - জাতি অত্যাচার নিবারণ নিয়ম ১৯৮৯)

৯। রমেশ ন্যায় পেয়েছে (বিনামূল্যে আইনি সহায়তা)

১০। আমাদের জঙ্গল-আমাদের ঐতিহ্য
(বন অধিকারের মান্যতা আইন ২০০৬ এবং নিয়ম ২০০৮)

১১। ভারত সরকারের প্রধান প্রধান প্রকল্প

Saakshar Bharat

STATE RESOURCE CENTRE ASSAM
1-CD, Mandovi Apartments, GNB Road
Ambari, Guwahati-781001
E-mail-srcassam@hotmail.com
Website : www.srcguwahati.in